দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

সম্পাদকীয়

প্রাথমিকের পাঠ্যবই মুদ্রণ-জটিলতা

প্রাথমিকের পাঠ্যবই ছাপা-সংক্রান্ত জটিলতায় যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলিয়া দেওয়া আদৌ সম্ভব হইবে কিনা তাহা লইয়া সংশয় দেখা দিয়াছে। জটিলতার মূলে রহিয়াছে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংকের অনড় অবস্থান। উল্লেখ্য যে, প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ১১ কোটি বই ছাপার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে গত ২৯ এপ্রিল। ইহার জন্য তাহাদের প্রাক্কলিত দর ছিল ৩৩০ কোটি টাকা। কিন্তু দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাক্কলিত দরের চাইতে প্রায় ৩২ শতাংশ কম দামে দরপত্র জমা দেয়। কিন্তু এত কম দামে মানসম্মত বই ছাপা সম্ভব হইবে কিনা তাহা লইয়া দাতা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাংক নূতন কিছু শর্তারোপ করে—যাহা সংশ্লিষ্ট ছাপাখানাগুলি 'অপমানজনক' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। উভয়পক্ষের এই অনড় অবস্থানের কারণে সময়মতো বই ছাপা ও সরবরাহ লইয়া অনিশ্চয়তা বাড়িতেছে। শিক্ষামন্ত্রী অবশ্য এই মর্মে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, আলাপ-আলোচনা চলিতেছে এবং দ্রুত সমস্যার 'সুরাহা' হইয়া যাইবে। তাহা সত্ত্বেও উদ্বেগমুক্ত থাকা যাইতেছে না। কারণ, ইহার সহিত লক্ষ লক্ষ কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীর সরাসরি সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে।

এনসিটিবির কর্মকর্তারাও খোলাখুলি স্বীকার করিয়াছেন যে বিশ্বব্যাংকের শর্তারোপে যেমন যুক্তি আছে, তেমনি ছাপাখানার মালিকদের বক্তব্যেরও ভিত্তি রহিয়াছে। বিশ্বব্যাংক পাঠ্যবইয়ের মান সুরক্ষা এবং এ-সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলার যে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে তাহা উপেক্ষা করিবার মতো নহে। বিশেষ করিয়া পাঠ্যবইয়ের কাগজ ও মুদ্রণগত মানের প্রশ্নে আপস চলে না। অন্যদিকে, নিজেদের 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' দাবি করিয়া ছাপাখানার মালিকরা বলিতেছেন যে, তাহাদের শতভাগ বই ছাপানোর সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যবই মুদ্রণকাজে 'বিদেশিদের ডাকিয়া আনা' হইতেছে। মূলত এই প্রবণতা 'ঠেকাইতে' তাহারা দর কমাইয়া দিয়াছেন। তাহাদের অভিযোগ, ব্যাংক-ঋণের টাকায় ছাপাখানা স্থাপন করিয়া পাঠ্যবই ছাপার আশায় তাহারা বসিয়া থাকেন। অথচ কাজ বাহিরে চলিয়া যায়। দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকদের বক্তব্যের সূত্র ধরিয়া আমরা বলিতে চাহি যে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া থাকিবার সামর্থ্য ও আত্মবিশ্বাস নিশ্চয় তাহাদের রহিয়াছে। আর প্রতিযোগিতার প্রশ্ন যখন ওঠে, তখন মানের বিষয়টিকে এড়াইয়া যাইবার সুযোগ কোথায়?

পাঠ্যবই ছাপা লইয়া যে-জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে একেবারে অপ্রত্যাশিত বলিবারও উপায় নাই। নিকট অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ যদি আমরা নাও তুলি, এই যে বিশাল কর্মযজ্ঞ—প্রাকৃতিক কিংবা মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যার কারণে তাহা যে বিঘ্নিত হইতে পারে, অপচয় হইতে পারে মূল্যবান সময়—এই বাস্তবতা উপলব্ধি করিবার জন্য তো বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়োজন পড়ে না। সেই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় হাতে রাখিয়া কাজটি শুরু করিতে বাধা কোথায়—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। আমরা আশা করি, উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবেন। সর্বোপরি, এই ধরনের অনভিপ্রেত ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।